গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অধ্যক্ষের কার্যালয়
স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ, ঢাকা।

স্মারক নং.৫৯.১৪.১১০০.১৩১.৯৯.০০১.২৫. ৮৫৩ তারিখঃ ২৩/০৩/২০২৫ইং

একাডেমিক কাউন্সিলের সভার কার্যবিবরনী

স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ, ঢাকা হতে আহবানকৃত একাডেমিক কাউন্সিলের ২০২৫ইং সালের ২য় বর্ধিত সভা অদ্য ২৩/০৩/২০২৫ইং তারিখ সকাল ০৯:৩০ ঘটিকায় অত্র কলেজের নতুন ভবন এর গ্যালারী-১ এ অধ্যাপক ডাঃ মোঃ মাজহারুল শাহীন, অধ্যক্ষ ও সভাপতি, একাডেমিক কাউন্সিল, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ, ঢাকা এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।

সভাপতিঃ অধ্যাপক ডাঃ মোঃ মাজহারুল শাহীন, অধ্যক্ষ ও সভাপতি, একাডেমিক কাউন্সিল, সসমেক, ঢাকা।

তারিখঃ ২৩শে মার্চ, ২০২৫ইং

সময়ঃ সকাল ০৯.৩০ ঘটিকা

স্থানঃ নতুন ভবন, গ্যালারী নং-০১

সভায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি মহোদয় সভার কাজ শুরু করেন। অতঃপর আলোচনা শুরু হয়।

আজকের সভার শুরুতে সভাপতি মহোদয় স্বাগত বক্তব্য দিয়ে সভার আলোচনা আরম্ভ করেন। এরপর সভাপতি মহোদয় সভার মূল বিষয়বস্তুতে আলোচনা শুরু করেন।

বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নবর্নিত সিদ্ধান্ত সমূহ গৃহীত হয়ঃ

ক্রমিক নং	আলোচ্যসূচী	অংশগ্রহনকারী কর্মকর্তা/সদস্য	আলোচনা ও সিদ্ধান্ত
১	পূর্ববর্তী সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করন	অধ্যক্ষ ও সভাপতি	সভার প্রথমেই সভাপতি মহোদয় গত সভার কার্যবিবরণী পড়ে শোনান। এ ব্যাপারে কারও কোনো মন্তব্য থাকলে তা জানাতে বলেন এবং সংশোধনী প্রয়োজন হলে সেটাও জানাতে বলেন কিন্তু এ ব্যাপারে কারও কোনো সংশোধনী না থাকায় গত সভার কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।
২	শিক্ষক কর্মকর্তাগনের উপস্থিতি	অধ্যক্ষ, পরিচালক ও উপাধ্যক্ষ	অধ্যক্ষ মহোদয় শিক্ষক কর্মকর্তাগনের হাজিরা নিয়ে আলোচনা করেন। গত একাডেমিক কাউন্সিলে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছিল। ২০২৪ সালের নভেম্বর, ২০২৫ সালের জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসের হাজিরা প্রত্যেক বিভাগের বিভাগীয় প্রধানের নিকট প্রেরন করা হয়েছে। এ ব্যাপারে বিভাগ গুলো কি পদক্ষেপ গ্রহন করেছে সে বিষয়ে অধ্যক্ষ মহোদয় জানতে চান। গাইনী, মেডিসিন, সার্জারী ও ডেন্টাল ইউনিট এর প্রধানগন বক্তব্য রাখেন এবং তাহারা স্ব স্ব বিভাগে এ বিষয়ে মিটিং করে সকলকে সচেতন হবার নির্দেশ প্রদান করেছেন বলে সভাকে অবহিত করেন। হাসপাতালের পরিচালক মহোদয় হাজিরার বিষয়ে বলেন, এই হাজিরা নিয়ে ইতিমধ্যে স্বাস্থ্য উপদেষ্টা মহোদয় তাকে জিজ্ঞেস করেছেন এবং তিনি এ ব্যাপারে কঠোর আছে বলে উপদেষ্টা মহোদয়কে জানিয়েছেন। এছাড়াও অধ্যক্ষ মহোদয় আরও সতর্ক করে বলেন, কিছু কিছু চিকিৎসক অফিস সময়ে প্রাইভেট প্রাকটিস এর জড়িত রয়েছে এমন খবর গোয়েন্দা সংস্থার কাছ থেকে পাওয়া গিয়েছে, সুতরাং সবাইকে এ ধরনের নীতি বহির্ভূত কাজ

অধ্যাপক ডাঃ মোঃ মাজহারুল শাহীন
অধ্যক্ষ
স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ, ঢাকা

CamScanner

			করা থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিয়েছেন। সবশেষ, অধ্যক্ষ মহোদয় সকলকে নিজ নিজ দায়িত্ববোধ থেকে সচেতন থাকার পরামর্শ দিয়েছেন যাতে ভবিষ্যতে সকলের হাজিরা কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌছায়। তিনি সকলকে সময়মত কর্মস্থলে আগমন ও প্রস্থান উভয় সময় ডিজিটাল হাজিরা নিশ্চিত করার আহ্বান জানান।
৩	একাডেমিক কার্যক্রম বিষয়ক	১. অধ্যক্ষ ও সভাপতি ২.অধ্যাপক রমা চৌধুরী, অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, ফিজিওলজি বিভাগ ৩.অধ্যাপক মাহফুজা মাজেদা রওশন, অধ্যাপক(চঃ দাঃ) ও বিভাগীয় প্রধান, ফার্মাকোলজী বিভাগ ৪.অধ্যাপক শাহনাজ বেগম, অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান প্যাথলজী বিভাগ ৫.অধ্যাপক আহমেদ হোসেন, অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, মেডিসিন বিভাগ	অধ্যক্ষ মহোদয় বলেন, আসন্ন ঈদ-উল-ফিতরের ছুটির আগেই বেশিরভাগ শিক্ষার্থীরা চলে গেছে যা খুবই অশোভনীয়। ছাত্ররা দেশের অভ্যুত্থানের জন্য অনেক ত্যাগ করেছে যা প্রশংসার দাবীদার কিন্তু তাদের সমস্ত অযৌক্তিক আবদারও মেনে নিতে হবে এমনটা নয়। তাছাড়া তারা ছাত্র হিসেবে তাদের যে ভূমিকা সেটা যদি পালন না করে তাহলে সেটা ভবিষ্যতের জন্য ভালো কিছু বয়ে আনবে না। প্রতিটি অভিভাবক এর কাছে ইতিমধ্যে চিঠি পাঠানো হয়েছে। অধ্যক্ষ মহোদয় সকল ফেইজ কো-অর্ডিনেটর গনকে এ ব্যাপারে কঠোর থাকার নির্দেশ প্রদান করেছেন এবং তারা যে সময়কালে অনুপস্থিত আছে সে সময়টুকু ক্লাস হয়েছে ধরে পার্সেন্টেজ হিসাব করতে বলেছেন এবং সে মোতাবেক বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় অবতীর্ন হওয়ার Elligibility নির্ধারন করতে হবে। এ পর্যায়ে কোর্স কো-অর্ডিনেটর গন স্ব স্ব বিভাগের ক্লাস ও পরীক্ষার বর্তমান অবস্থার কথা তুলে ধরেন এবং একাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী অন্যান্য একাডেমিক কার্যক্রমসমূহ চলমান রয়েছে বলেন। তবে শিক্ষার্থীরা অনুনোমোদিত ভাবে ছুটিতে চলে যাওয়ায় কিছু কিছু ব্যাচের কার্ড, টার্ম ও টিউটোরিয়াল পরীক্ষা ঈদের পর নিতে হবে বলে জানান। এছাড়াও পোস্ট গ্রাজুয়েট শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কার্যক্রম নিয়ম অনুযায়ী চলমান আছে বলে ফেইজ কো-অর্ডিনেটর গন জানান।
৪	SSMC-Day, 2025 এ ব্যবহৃত কলেজ একাউন্টের পূর্বের ও পরের স্থিতি অবহিতকরন।	অধ্যক্ষ ও সভাপতি	গত ০৮ই ফেব্রুয়ারী ২০২৫ইং এসএসএমসি ডে পালন করা হয় এবং সফলভাবে দিনটি পালন করা হয় বলে সভাপতি মহোদয় সকলকে অবহিত করেন। বিভিন্ন স্পন্সরবৃন্দ কলেজ অধ্যক্ষের ব্যাংক হিসাবে চেক জমা দিয়েছেন। সকল পাওনা শোধ করার পর এখনো ব্যাংক হিসাবে ১৩ লক্ষ টাকা উদ্বৃত রয়েছে। উক্ত ১৩ লক্ষ টাকা উদযাপন কমিটির নিকট বুঝিয়ে দেয়া হবে কিন্তু অধ্যক্ষ মহোদয় এর থেকে কিছু অর্থ শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ বিভিন্ন ব্যয় মিটানোর জন্য কমিটির নিকট চাইবেন বলে সকলকে অবহিত করেন।
৫	শিক্ষক সমিতি	অধ্যক্ষ ও সভাপতি	খুব অচিরেই একটি নতুন শিক্ষক সমিতি গঠন করা হবে। এই সমিতির কাজ হবে শিক্ষকদের কল্যাণ, শিক্ষকদের মতামত তুলে ধরা, বিদায়ী শিক্ষকদের জন্য Farewell আয়োজন করা। সকলের সুচিন্তিত মতামতের প্রেক্ষিতেই নতুন শিক্ষক সমিতি গঠন করা হবে।

অধ্যাপক ডাঃ মোঃ মাজহারুল শাহীন
অধ্যক্ষ
স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ, ঢাকা

CamScanner

৬	SSMC-Journal	অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ	কলেজের কিছু সংখ্যক শিক্ষকের বদলি জনিত কারনে জার্নাল কমিটি পুনর্গঠন করার কথা ছিলো কিন্তু নানা সমস্যার কারনে তা আর হয়নি। উপাধ্যক্ষ মহোদয় বলেন যারা এ বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং Research Methodology বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তারা এই কমিটিতে থাকলে কাজের গতি এবং কাজের মান দুটোই ভালো হবে, তাই তারা যাতে অফিসে এসে নিজের নাম জমা দেন সে ব্যাপারে সকলকে অবহিত করেন। খুব শীঘ্রই একটি জার্নাল কমিটি গঠন করা হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
৭	কলেজ ওয়েবসাইট সংক্রান্ত	অধ্যক্ষ ও সভাপতি	আমাদের কলেজের জন্য একটি পূর্নাঙ্গ ওয়েবসাইট খোলার কাজ চলমান। ইতিমধ্যেই সকল বিভাগ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। যারা এখনও তথ্য জমা দেয়নি তাদেরকে অতি দ্রুত সময়ের মধ্যে তথ্য জমা দিতে অনুরোধ জানানো হয়। এই মাসের প্রথমদিকে A2i থেকে একজন প্রশিক্ষক কলেজের কিছু সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারী বৃন্দকে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছেন। ইতিমধ্যে তাদের মধ্যে কাজ ভাগ করে দেওয়া হয়েছে সমস্ত তথ্য আপলোড করার জন্য এবং অনেক কিছুই এখন পর্যন্ত আপলোড হয়ে গেছে। হয়তোবা আর ২/১ মাসের মধ্যে আমরা একটি কার্যকর ওয়েবসাইট প্রতিষ্ঠা করতে পারবো বলে সভাপতি মহোদয় আশা ব্যাক্ত করেন।
৮	বিবিধ	১। অধ্যক্ষ ও সভাপতি ২। উপাধ্যক্ষ এবং পরিচালক ৩। অধ্যাপক আফশাঁন জেরিন অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, কমিউনিটি মেডিসিন বিভাগ। ৪। ডাঃ মাফিয়া আফসিন লাজ, সহকারী অধ্যাপক, শিশু সার্জারী বিভাগ। ৫। ডাঃ শাকিল আল মামুন, প্রভাষক, ফিজিওলজি বিভাগ।	১। মোঃ মোসাদ্দেক হোসেন, সেশন-২০১৩/১৪, তিনি ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সমস্যার কারনে ২য় পেশাগত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পরবর্তীতে একাডেমিক কার্যক্রমে আর নিয়মিত অংশগ্রহন করেননি কিন্তু তিনি মে, ২০২৫ইং এ অনুষ্ঠিতব্য এমবিবিএস ৩য় পেশাগত পরীক্ষায় অংশগ্রহন করতে ইচ্ছুক। এমতাবস্থায় তাকে তার একাডেমিক কার্যক্রম চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তার আবেদনটি অগ্রবর্তী করা এবং পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য ডিন অফিসে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২। ডাঃ শেখ মোঃ শফিকুল ইসলাম, এম এস ৩য় পর্ব, সহকারী অধ্যাপক (চক্ষু), তিনি ইতিপূর্বে ০৮ বার পরীক্ষায় অংশগ্রহন করেও উত্তীর্ণ হতে পারেননি বিধায় তিনি পুনরায় এম এস (অফথালমলজি) ৩য় পর্ব পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতির জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করেন। তার আবেদনখানা পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য রেজিষ্ট্রার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৩। মোহাম্মদ নাঈম, ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষে ১ম পেশাগত বিডিএস শ্রেণিতে ভর্তি হয় কিন্তু তিনি তা আর চালিয়ে যাননি। পরবর্তীতে তিনি ডিন, চিকিৎসা অনুষদ বরাবর ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে ১ম পেশাগত বিডিএস শ্রেণিতে পুনঃভর্তির জন্য আবেদন করে এবং গত ০৯-০২-২০২৫ইং তারিখের

অধ্যাপক ডাঃ মোঃ মাজহারুল শাহীন
অধ্যক্ষ
স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ, ঢাকা

CamScanner

			ডিনস কমিটির সভায় তাকে ১৫,০০০/- টাকা জরিমানা প্রদান সাপেক্ষে ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে ১ম বর্ষ বিডিএস শ্রেণিতে পুনঃভর্তির অনুমতি প্রদান করেন। বিষয়টি সভায় অবহিত করা হয়। ৪। কমিউনিটি মেডিসিন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক আফশান জেরিন ইনস্টিটিউশনাল ওয়েব এড্রেস খোলার ব্যাপারে অধ্যক্ষ মহোদয়কে অনুরোধ জানান এবং অধ্যক্ষ মহোদয় এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করবেন বলে সকলকে অবহিত করেন। ৫। শিশু সার্জারী বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডাঃ মাফিয়া আফসিন লাজ তিনি টিচার্স লাউঞ্জ এর পুরাতন এসি নষ্ট হয়ে যাওয়াতে জরুরী ভিত্তিতে নতুন এসি স্থাপন করা প্রয়োজন বলে অধ্যক্ষ মহোদয়কে অবহিত করেন। এ ব্যাপারে হাসপাতালের পরিচালক মহোদয় PWD এর সাথে কথা বলে এসির ব্যবস্থা করে দিবে বলে জানান। সভার সকলেই পরিচালক মহোদয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। ৬। ফিজিওলজী বিভাগের প্রভাষক ডাঃ শাকিল আল মামুন বলেন, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজের আমি একজন প্রাক্তন ছাত্র। বেশ কয়েক বছর ধরে অত্র প্রতিষ্ঠানে সন্ধানীর কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। সন্ধানীর কার্যক্রম পুনঃরায় চালু করার ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহন করার জন্য সন্ধানীর কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে একটি চিঠি অধ্যক্ষের নিকট তিনি জমা প্রদান করেন। অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ মহোদয় গন বলেন, আমরা সকলেই এ ব্যাপারে পজিটিভ আছি এবং সন্ধানীর কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে যদি আমাদের কলেজের শিক্ষার্থীদের সাথে সমন্বয় করে সন্ধানীর কার্যক্রম চালু করতে পারে তাহলে কোন সমস্যা হবে না।

অবশেষে, আর কোন আলোচনা না থাকায় সভায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি মহোদয় সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

২৬/০৬/২৫

অধ্যাপক ডাঃ মোঃ মাজহারুল শাহীন
অধ্যক্ষ ও সভাপতি
একাডেমিক কাউন্সিল
স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ, ঢাকা।

CamScanner